দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী ছুটিগুলো ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। আমি এ প্রসংগে কতিপয় দীর্ঘকালীন ছুটি তথা গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, পূজা ও রমজান মাসের ছুটির যৌক্তিকতা নিয়ে দুটো কথা বলব।

গ্রীষ্মকালে গরম এবং শীতকালের শীতের তীব্রতার অজুহাতে সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় একমাস বন্ধ রাখা হয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটা অংশ মাত্র, তারা দেশের বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয়। দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন আবহাওয়া যদি স্বাভাবিক জীবন যাপনের পরিস্থী হয় তবে তা সকলের জন্যই সত্য, শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জীবনে এককভাবে আবহাওয়ার প্রতিকূল প্রভাব পড়ে না। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের পেশাজীবী জনগণ যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে সকল ঋতুতে পালন করে যেতে পারে সেখানে এ দেশেরই সন্তান সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কেন ঋতুভেদে তাদের লেখাপড়া করে যেতে প্রতিকূলতার শিকার হবে? আমার মনে হয় শীত ও গ্রীষ্মের সনাতনী সরকারী ছুটিগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বাভাবিক গতির অন্তরায়। আমাদের দেশে এ ধরনের ছুটির কোনই যৌক্তিকতা নেই।

বরং এ ধরনের বিলাসবহুল ছুটি শিক্ষা জীবনকে দীর্ঘায়িত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফসল। ব্রিটিশরা নিজেদের গদীকে পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের সংস্কৃতি ও রুচি এ দেশের জনমনে চাপিয়ে দেবার অপপ্রয়াসে 'রাজকীয় ছুটি'গুলো প্রবর্তন করেছিল। যা থেকে অদ্যাবধি আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

রমজান মাসের দীর্ঘকালীন ছুটির ব্যাপারে দুটো কথা না বললেই নয়।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন ইসলামধর্ম আমাদেরকে সংসার বিরাগী হবার শিক্ষা দেয় না। পবিত্র রমজান মাস সিয়াম, সাধনা, ত্যাগ ও তিতীক্ষার মাস। আবার হাদিসে উল্লেখ আছে 'এক ঘন্টা জ্ঞানার্জন করা হাজার রাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম'। হিন্দুমতে 'ছাত্র নং অধ্যয় নং তপঃ' অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্র-ছাত্রীদের তপস্যা। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রতিষঠানে রমজান ও পূজার জন্য দীর্ঘকালীন বন্ধ রাখা ধর্মীয় মতে কতটুকু বিবেচনা প্রসূত তা সকল ধর্মপ্রাণ নর-নারী ভেবে দেখা উচিত। আমরা যখন দেখি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ রোজা রাখার পাশাপাশি কারখানায় কাজ করছে, কৃষক ক্ষেতমজুর মাঠে কাঠপোড়া রোদে কাজ করে যাচ্ছে, রিক্সা ও ঠেলাগাড়ীওয়ালা জীবিকার তাগিদে কঠিন কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত, গৃহিণী বরাবর মতোই সংসারের কাজে ব্যস্ত, মুঠে-মজুরও বোঝা বইছে, অর্থাৎ সর্বস্তরে চাকরিজীবী (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরে) পেশাজীবী নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল তবিয়তে আছে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মের লেবাস পড়িয়ে সারা মাস বন্ধ করে দেয়াকে কোন মতেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া বোধ করি ঠিক হবে না।

প্রয়োজনে রমজান মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকতে পারে সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বন্ধের সময়সূচী অনুযায়ী। তাছাড়া এ ধরনের বন্ধ কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গকে বিনাশ্রমে পারিশ্রমিক দেবার নামান্তর নয়? যে দেশে শ্রমের ন্যায্য পাওনা জুটে না সেখানে বিনাশ্রমে পারিশ্রমিক দেয়া দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে বাধ্য এবং এ ধরনের সরকারী ব্যয় কি অপচয়ের সামিল নয়? যেখানে আমাদের দেশেও বিশ্বমিতব্যয়ী দিবস পালন করা হচ্ছে সেখানে সময়ের অপচয় রোধে সরকারের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে মনে করি।

আমাদের দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেশনজট একটা মারাত্মক সমস্যা। বিভিন্ন ধরনের সরকারী ছুটির পাশাপাশি, রাজনৈতিক কারণে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে যার মাসুল দিতে হয় সাধারণ ছাত্র-ছাতরী এবং দরিদ্র-প্রপীড়িত অভিভাবক মহলকে। শিক্ষাজীবনকে স্বল্প পরিসরে নিয়ে আসা এবং সেশনজট কমানোর লক্ষ্যে গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, রমজান ও পূজার দীর্ঘকালীন ছুটিগুলো বাতিল করা উচিত বলে মনে করি।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা জীবন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের অমূল্য সময়ের অপচয় রোধে সদাশয় সরকার উপরোক্ত ছুটিগুলোর যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করে ছুটিগুলো বাতিল ঘোষণা করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

—রিয়াজ রাহমান